গাংনীতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে গাছের চারা বিতরণ

গাছ লাগিয়ে যত্ন করি, সুস্থ প্রজন্মের দেশ গড়ি’ এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা দি হাঙ্গার প্রজেক্টের উদ্দোগে গাংনী উপজেলার ৪৫টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মাসব্যাপী বৃক্ষরোপণ প্রচারাভিযান শুরু হয়েছে।

আজ রবিবার (৩ সেপ্টেম্বর) সকালের দিকে আনুষ্ঠানিকভাবে বৃক্ষরোপন প্রচারাভিযান শুরু হয়।

এসময় স্কুলভিত্তিক বিভিন্ন ইভেন্টে জয়ী ছাত্রছাত্রীদের বৃক্ষরোপণে উদ্ধুদ্ধ করনের লক্ষ্য নিয়ে তাদের মাঝে দুই হাজার লেবু ও তিন হাজার পেয়ারার চারা বিতরণ করা হয়।

দি হাঙ্গার প্রজেক্টের গাংনী এরিয়া সমন্বয়কারি হেলাল উদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত গাছের চারা বিতরন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, গোপালনগর লুৎফুনেছা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সৈয়দ জাকির হোসেন, জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান অতিথি মোঃ হাসান আল নুরানি, হিজলবাড়ী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ মনিরুজ্জামান মনি, রাইপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ মিজানুর রহমান, গাড়াডোব মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রদান শিক্ষক মোছাঃ দিলরুবা সুলতানা, ধলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ আনোয়ার হোসেন, ধানখোলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ মোকাদ্দেস আলী প্রমুখ।

কাথুলী ব্লাড ফাউন্ডেশন,

রক্তদানে এক অনন্য প্রতিষ্ঠান

আর্তমানবতার সেবাই কাজ করছে গাংনী উপজেলার কাথুলী ব্লাড ফাউন্ডেশন। মূমূর্ষ রোগীদের বিনামুল্যে রক্ত প্রদান, রক্তের গ্রুপ নির্নয় ও অসুস্থ রোগীদের কল্যানকর কাজ করে এখন সংগঠনটি মানুষের মুখে মুখে। প্রতিষ্ঠানটির প্রশংসা করছেন এলাকার জনপ্রতিনিধিসহ বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষ।

“গিফট লাইফ, গিভ ব্লাড” শ্লোগান নিয়ে গাংনী উপজেলার কাথুলী ইউনিয়নের একদল ইয়ূথ লিডারদের উদ্দোগে ২০২৩ সালের ১লা জানুয়ারী স্বেচ্ছায় রক্তদানকে একটি সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করার প্রত্যয় নিয়ে ‘কাথুলী ব্লাড ফাউন্ডেশন’ যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে ‘কাথুলী ব্লাড ফাউন্ডেশন’ এর ৪৫০ জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদানের জন্য সার্বক্ষণিক প্র¯তুত । সংগঠণটি এখন পর্যন্ত ২৫৭ জন মুমূর্ষ প্রাণ বাঁচাতে স্বেচ্ছায় রক্তদান করেছে। ‘

‘কাথুলী ব্লাড ফাউন্ডেশন’ এখন থেকে মেহেরপুর, কুষ্টিয়া, রাজশাহী ও ঢাকা জোনকে সহায়তা করার জন্য নিয়মিত রক্তদাতা সংগ্রহ, বিনামূল্যে রক্তের গ্রুপিং প্রোগ্রাম, সমাবেশ, কর্মশালার আয়োজন ও রক্তদাতাদের সম্মান জানানোর পাশাপাশি নতুনদের রক্তদানে অনুপ্রাণিত করার কাজ করবে।

কাথুলী ব্লাড ফাউন্ডেশনের সভাপতি, মোঃ নাছিম আহমেদ বলেন, ‘কাথুলী ব্লাড ফাউন্ডেশন’ সেই দিনের স্বপ্ন দেখে যেদিন বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ তাদের রক্তের গ্রুপ জানতে পারবে এবং স্বেচ্ছায় রক্তদানে এগিয়ে আসবে।

তিনি বলেন, ‘কাথুলী ব্লাড ফাউন্ডেশন’ -এর স্বেচ্ছাসেবকরা মেহেরপুর জেলার গ্রাম গুলোতে রক্তদানের উপকারিতা ও রক্তের গুরুত্ব মানুষের মাঝে তুলে ধরার জন্য বিভিন্ন ধরনের ক্যাম্পেইন ও ভিডিও প্রদর্শনী করে থাকে। গত ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে বিনামূল্যে রক্তের গ্রুপ নির্ণয় ও ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয় সেখানে ২২০ জনের বিনামূল্যে রক্তের গ্রুপ নির্ণয় ও ১৫০ জন ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পে চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করে।

প্রধান উদ্যোক্তা মোঃ নাসিম আহাম্মেদ বলেন আমি ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দি হাঙ্গার প্রজেক্টের পরিচালনায় ৪ দিন ব্যাপী একটি ইয়ূথ লিডারসীপ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহন করি । এই ৪ দিনের

প্রশিক্ষন আমার জীবনের অনেক ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটেছে বিশেষ করে প্রশিক্ষণের একটি আলোচনা সামাজিক দায়বদ্ধতা আমাকে ব্যপক ভাবে ভাবিয়ে তোলে আমি সমাজের মানুষের জন্য কিছু করার জন্য উদগ্রীব হয়। আমার সহপাটিদের সাথে আলোচনা করতে থাকি এক পর্যয়ে আমরা সিদ্ধান্ত নিয় যে ব্লাড নিয়ে কাজ করবো সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আজকের এই কাথুলী ব্লাড ফাউন্ডেশন । আমি দি হাঙ্গার প্রজেক্টের কাছে কৃতজ্ঞ যে এমন একটি প্রশিক্ষণের সুযোগ দেওয়ার জন্য । আমার ইউনিয়নে আমার মত প্রায় শতাধিক ছেলে মেয়ের মানুষিকতার ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটেছে।

‘কাথুলী ব্লাড ফাউন্ডেশন সর্ম্পকে কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা বলেন দি হাঙ্গার প্রজেক্টের অনুপ্রেরনায় আমার ইউনিয়নের একদল ছেলেমেয়ে যে উদ্যোগটি নিয়েছে সেটি অত্যান্ত প্রসংসনিয় উদ্যোগ আমি এই মহৎ উদ্যোগের সার্বিক সফলতা কামনা করি। যে কোন সহযোগিতার প্রয়োজন হলে আমাকে জানালে আমি এই সংগঠণটিকে সহযোগিতা করবো। আমার ইউনিয়নের তরুন তরুনীদের মানুষিকতার ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটানোর জন্য আমি ‘দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ” এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি ।

‘কাথুলী ব্লাড ফাউন্ডেশন এর কার্যক্রম পরিচালনা কমিটিতে রয়েছে সভাপতি, মোঃ নাছিম আহমেদ, সহ-সভাপতি মোঃ লিটন বাদশা, ও মোঃ মিঠন রানা, সাধারণ সম্পাদক মোঃ সাজ্জাদ হোসেন (সাজু), যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক মোঃ তুহিন রানা, সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ মফিজুল ইসলাম, মোঃ রায়হান হোসেন ও মোঃ চন্দন, দপ্তর সম্পাদক মোঃ সোহেল আহাম্মেদ, উপ-দপ্তর সম্পাদক মোছাঃ সোনিয়া খাতুন, প্রচার সম্পাদক মোঃ শিমুল হোসেন, উপ- প্রচার সম্পাদক মোঃ হৃদয়, ছাত্রী বিষয়ক সম্পাদক মোছাঃ রিয়া আহমেদ, উপ-ছাত্রী বিষয়ক সম্পাদক মোছাঃ মোহনা আক্তার, ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক মোঃ ইসমাইল হোসাইন, ক্রিড়া বিষয়ক সম্পাদক মোঃ সাব্বির হোসেন, সমাজসেবা বিষয়ক সম্পাদক মোছাঃ তামান্না আক্তার, পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক মোছাঃ তাসমিনা খাতুন, অর্থ বিষয়ক সম্পাদক মোছাঃ ইভা খাতুন, পাঠাগার বিষয়ক সম্পাদক জাকিরুল ইসলাম, সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক মোছাঃ সাদিয়া ইসলাম।

গাংনীতে জুয়েলারি দোকানে চুরির ঘটনায় চার জন গ্রেফতার:মালামাল উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার করমদি বাজারে জুয়েলারি দোকানে চুরির ঘটনা চোর সর্দার ও সহযোগিদের গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশ। গ্রেফতারকৃতদের কাছ থেকে স্বর্ণ ও রোপার গহনা উদ্ধার করা হয়েছে ।

শনিবার (২ সেপ্টেম্বর) দিনগত রাতে তথ্যপ্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার করে মুজিবনগর থানা এলাকা থেকে চোর সর্দারসহ চারজনকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন গাংনী উপজেলার করমদি গ্রামের রবিউল ইসলামের ছেলে সুলতান বাদশা (২২),মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর গ্রামের আজিজুল হকের ছেলে ফজল হক (৪০), একই উপজেলার বিদ্যাধরপুর গ্রামের আব্দুর রশিদের ছেলে নোমান (২০) ও একই গ্রামের সিরাজুল ইসলামের ছেলে নান্টু মিয়া (৩০)।

গাংনী থানা অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক জানান, গত ২৯ আগস্ট দিবাগত রাতে উপজেলার করমদি গ্রামের বাবু নামের একটি জুয়েলারির দোকান থেকে সোনা ও রুপার গহনা চুরির ঘটনা ঘটে। চুরির ঘটনায় মাসুদ রানা (বাবু) বাদী হয়ে ২৪ আগস্ট একটি চুরির মামলা দায়ের করেন। মামলার পর থেকে পুলিশ মাঠে নামে। তথ্যপ্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার করে ২ সেপ্টেম্বর রাতে অভিযান চালিয়ে মুজিবনগর থানা এলাকা থেকে চোর সর্দার বাদশাসহ চার জনকে গ্রেপ্তার করেন।

এসময় তাদের নিকট হতে চুরি যাওয়া ৩ রতি পাকা সোনা ২৪ পিস নাকফুল এবং ১০ ভরি রুপার গহনা উদ্ধার করা হয়। রোববার (৩ সেপ্টেম্বর) আসামীদের আদালতের মাধ্যমে জেল হাজতে প্রেরণ করা হবে।

জানা গেছে, বাদশা পারিবারিক বিরোধের জেরে গত বছরের ৩১ আগস্ট

সকাল সাড়ে ১১টার দিকে তার শাশুড়ি করমদী গ্রামের মাঠপাড়ার শওকত আলীর স্ত্রী রঙ্গিলা খাতুনকে ধারালো দা দিয়ে কুপিয়ে ও গলা কেটে হত্যা করেন। এ সময় আহত হন বাদশার অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী রিনি খাতুন। ঘটনার পর পালিয়ে গেলেও ওই রাতেই করমদী গ্রাম থেকে তাকে আটক করে পুলিশ। পরে তিনি জামিনে ছাড়া পেয়ে আবারও চুরি-ডাকাতিতে নামেন।

মেহেরপুরে ডেঙ্গু জনসচেতনতামূলক বর্ণাঢ্য র্যালী

ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধে জনসচেতনতামূলক বর্ণাঢ্য র্যালি করেছে মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ।

আজ রবিবার (৩ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে দশটার দিকে শহরের শহীদ শামসুদ্দোহা পার্ক থেকে একটি র্যালি বের হয়ে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে জেলা প্রশাসক কার্যালয় চত্বরে গিয়ে শেষ হয়। পরে জেলা প্রশাসক কার্যালয় চক্তরে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর জেলা প্রশাসক শামীম হাসান, পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা: অলক কুমার দাস, মেহেরপুর পৌরসভার প্যানেল মেয়র শাহিনুর রহমান রিটন, গোভীপুর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান মোঃ শাহজামানসহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ বর্ণাঢ্য র্যালী ও আলোচনা সভায় অংশ নেন।

গাংনীতে শাহিদুজ্জামান শিপুর

উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

গাংনীতে বিএনপির নৈরাজ্য ও মেহেরপুর জেলা বিএনপির সিনিয়র সহ সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনের উস্কানীমূলক ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নিয়ে কটুক্তি করার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে জেলা ছাত্র লীগের সাবেক সহ সভাপতি শাহিদুজ্জামান শিপু।

আজ শনিবার রাত ৮ টার সময় শাহিূদুজ্জামান শিপুর নেতৃত্বে একটি বিশাল বিক্ষোভ মিছিল তার রাজনৈতিক কার্যালয় থেকে সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে গাংনী বাজার বাসস্ট্যান্ডে সমাবেশে মিলিত হয়।

ধানখোলা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি আলি আজগর এর সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সাবেক ছাত্রলীগ নেতা শাহিদুজ্জামান শিপু।

এসময় পৌর যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক রাহিবুল ইসলাম, শ্রমিক লীগ নেতা মনিরুল ইসলাম মনি, গাংনী বাজার কমিটির সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম রফিক, ছাত্র লীগ নেতা মাজিদুল ইসলাম প্রমুখ।

ছাত্র লীগ নেতা উজ্জ্বল হোসেনের সঞ্চালনায় সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিলে আওয়ামী লীগ,যুবলীগ,সেচ্ছাসেবক লীগ, ছাত্র লীগের তৃণমূল নেতাকর্মী অংশ গ্রহন করেন।

মেহেরপুরে শহিদুল ইসলাম পেরেশানের গণসংযোগ

শেখ হাসিনাকে আবারও ক্ষমাতায় আনতে ও উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রেখে র্স্মাট বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় নিয়ে মেহেরপুর জেলা যুবলীগের যুগ্ন আহবায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশান গণসংযোগ করেছেন।

শনিবার বিকাল সাড়ে পাঁচটায় মেহেরপুর সদর উপজেলার কালীগাংনী গ্রামে এ গনসংযোগ অনুষ্ঠিত হয়।

কালিগাংনী ওয়ার্ড যুবলীগের সভাপতি বানি আমিনের সভাপত্বিতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা যুবলীগের যুগ্ন আহবায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশান। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ- সভাপতি অ্যাড মিয়াজান আলী, মেহেরপুর সদর থানা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি আলহাজ্ব গোলাম রসুল, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের শিক্ষা ও মানবসম্পদ বিষয়ক সম্পাদক এম এ এস ইমন, মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী যুবলীগের সভাপতি কামরুল হাসান চাদু, কুতুবপুর ইউনিয়ন আওয়ামী যুবলীগের সভাপতি হাজি সইফুল ইসলাম, সাধারন সম্পাদক রায়হান উদ্দিন মন্টু প্রমুখ।

মেহেরপুরে এসএসসিতে জিপিএ ৫ প্রাপ্ত কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা

মেহেরপুরে এসএসসিতে জিপিএ ৫ প্রাপ্ত ও উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে কৃতি শিক্ষার্থী এবং বিশেষ কৃতিত্ব অর্জনকারীদের সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে।

আজ শনিবার (২ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে দশটায় সরকারি মহিলা কলেজ চত্বরে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে মেহেরপুর স্টুডেন্টস ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন (মেসডা)।

সংর্বধনা আয়োজক কমিটির আহবায়ক অ্যাডভোকেট রাকিবুল ইসলামের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে জুমে যুক্ত ছিলেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি।

স্বাগত বক্তব্য রাখেন কমিটির সদস্য সচিব আব্দুস সবুর। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ রফিকুল ইসলাম, জেলা শিক্ষা অফিসার আব্বাস উদ্দিন, ছহিউদ্দিন ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ একরামুল আজিম।

জেলায় এসএসসিতে জিপিএ ৫ প্রাপ্ত প্রায় ৮৫০ জন পরীক্ষার্থী এবং

উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে ক্যারিয়ারে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জনকারী বিসিএস, বিজেএসসহ ১৬ জন কে সম্মাননা প্রদান করা হয়।

গাংনীর ধলা পুলিশ ক্যাম্পের অভিযানে ৪ গ্রাম হেরোইনসহ আটক ১

গাংনীর গাড়াবাড়ীয়াতে ধলা পুলিশ ক্যাম্পের অভিযানে ৪ গ্রাম হেরোইনসহ মাদক ব্যবসায়ী মোঃ বাশিরুল ইসলাম (২৮) আটক। শনিবার (২সেপ্টম্বর) সকালে গাড়াবাড়ীয়া হলদে পাড়াতে ধলা পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (এসআই) তৈৗহিদুল ইসলামের নেতৃত্বে,এ এস আই কালাম হোসেন ও এ এস আই সামসুর রহমান অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করে।

আটককৃত হলেন, গাড়াবাড়ীয়া গ্রামের মৃত নবী ছদ্দিননের ছেলে মোঃ বাশিরুল ইসলাম (২৮) সে চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী বলে জানিয়েছে পুলিশ।

পুলিশ জানায়, গাড়াবাড়ীয়া হলদেপাড়া এলাকায় বাশিরুল প্রকাশ্যে হেরোইন বিক্রি করছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করা হয়। এসময় পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে পালানোর চেষ্টাকালে তাকে আটক করে, দেহ তল্লাশি করে ৪ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়।

ধলা পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (এসআই) তৈৗহিদুল ইসলাম জানান, মাদক বিক্রির সময় হাতে নাতে তাকে আটক করা হয়েছে। দুপুরে তাদের বিরুদ্ধে গাংনী থানাতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র র্যালী ও সমাবেশ

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি’র ৪৫ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন করতে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা ও বর্ণাঢ র্যালী করেছে মেহেরপুর জেলা বিএনপি।

আজ শনিবার (২ সেপ্টেম্বর)সকাল সাড়ে ১০টায় শহরের কলেজ মোড় এলাকায় বিএনপি’র প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে সংক্ষিপ্ত একটি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুণ বলেন, ‘নিরপেক্ষ তত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন দিতে হবে, আর তার আগে এই অবৈধ পার্লামেন্ট ভেঙে দিতে হবে। তারপর বিএনপি বিবেচনা করে দেখবে নির্বাচনে যাবে কি যাবে না।’ তিনি আরো বলেন, ‘আমাদের আন্দোলনকে দমানো যাবে না। গুম-খুন -ভয় দেখিয়ে কোন লাভ নেই। মামলা, হামলার অনেক শিকার হয়েছি আর না। জনগণ যখন রাস্তায় নেমেছে এ সরকারের পতন ঘটিয়েই আমরা ঘরে ফিরব।’

সংক্ষিপ্ত সমাবেশ শেষে জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক এমপি মাসুদ অরুনের নেতৃত্বে একটি বিশাল র্যালী বের হয়।

র্যালীটিতে আনুমানিক ৫ সহস্রাধিক নেতা কর্মী অংশগ্রহণ করে। র্যালীটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে সহিউদ্দিন ডিগ্রি কলেজের সামনে যেয়ে শেষ হয়। মেহেরপুর জেলা বিএনপি ও তার সকল অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা এই র্যালীটিতে অংশ নেয়।

নোটিশ প্রদানকারী দেবাশিষের বাড়ি ও অফিসে পুলিশের তল্লাশি

মেহেরপুর জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক ও ঠিকাদার শহীদ সরফরাজ হোসেন মৃদুলের দেওয়া ১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকার চেক ডিজঅনার হওয়াতে

ভুক্তভগী যৌথ ব্যবসায়ী দেবাশীষ কুমার বাগচী উকিল নোটিশ পাঠান। পরবর্তীতে শহীদ সরফরাজ হোসেন মৃদুল অতিরিক্ত জেলা ম্যজিস্ট্রেট আদালতে একটি পিটিশন মামলা দায়ের করেন (মামলা নং ৪৯২/২৩ তারিখ ৩০-০৮-২০২৩)। আদালতের সার্চ ওয়ারেন্ট নিয়ে পুলিশ দেবাশীষ কুমার বাগচীর বাড়ি ও অফিসে তল্লাশি চালায়।

গতকাল শুক্রবার দুপুর ১২ টা ১০ মিনিট থেকে দুপুর ১ টা ২৫ মিনিট পর্যন্ত পুলিশের একটি দল মেহেরপুর পৌর এলাকার জেলা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অফিসের বিপরীত দিকে অবস্থিত দেবাশীষ কুমার বাগচীর ভাড়া বাসার পাঁচতলায় এই তল্লাশি করে। ডিজঅনার হওয়া ১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকার চেকটি যার নম্বর ঈঞখঐ ৫৮৯১৬৫০ উদ্ধারের জন্যই এই তল্লাশি চালানো হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

আত্মহত্যার হুমকি দিয়ে চিরকুট

৩০ আগস্ট ২০২৩ এডভোকেট খ ম ইমতিয়াজ হারুন বিন জুয়েলের স্বাক্ষরিত দেবাশীষ কুমার বাগচীর দেওয়া উকিল নোটিশের সুত্র থেকে জানা গেছে, জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর ছোট ভাই শহীদ সরফরাজ হোসেন মৃদুল এবং দেবাশীষ কুমার বাগচী নিজ নিজ ঠিকাদারী লাইসেন্স সহ বিভিন্ন ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্সে যৌথভাবে দীর্ঘদিন ধরে ঠিকাদারী ব্যবসা পরিচালনা করতেন। ব্যবসা পরিচালনাকালে শহীদ সরফরাজ হোসেন মৃদুলের কাছে দেবাশীষ কুমার বাগচীর ১,৮০,০০,০০০/- (এক কোটি আশি লক্ষ) টাকা পাওনা হয়। একপর্যায়ে শহীদ সরফরাজ হোসেন মৃদুল ও দেবাশীষ কুমার বাগচী যৌথ ব্যবসার পরিসমাপ্তি ঘটাতে সমুদয় ব্যবসা ও ব্যবসা সংক্রান্ত দলিলাদী নিজ-নিজ হেফাজতে নেন এবং দেবাশীষ কুমার বাগচীর পাওনা ১,৮০,০০,০০০/- (এক কোটি আশি লক্ষ) টাকা পরিশোধের উদ্দেশ্যে গত ২৪ জুলাই ২০২৩ তারিখে শহীদ সরফরাজ হোসেন মৃদুলের নামীয় রুপালী ব্যাংক লিঃ, মেহেরপুর কর্পোরেট শাখা, মেহেরপুর -এর চলতি একাউন্ট নম্বর ৩১৮৬০৫০০০০০৪১-এর একটি চেকের মাধ্যমে ১,৮০,০০,০০০ টাকা দেবাশীষ কুমার বাগচীকে পরিশোধ করেন। এবং দেবাশীষকে বলেন ব্যাংকে চেকটি জমা দিলে টাকা পেয়ে যাবেন। চেক নম্বর ঈঞখঐ ৫৮৯১৬৫০ (রুপালী ব্যাংক লি)। চেকটিতে শহীদ সরফরাজ হোসেন মৃদুলের সাক্ষর ও তার মালিকানাধীন শাদমান ফার্মেসীর সীলমোহর সহ চেকের অপর পৃষ্ঠায় দুইটি স্বাক্ষর দ্বারা সম্পূর্ণ চেকটি সম্পাদন করা ছিল।

শহীদ সরফরাজ হোসেন মৃদুলের কথামতো দেবাশীষ কুমার বাগচী উক্ত চেকটি নগদায়নের জন্য গত ২৪ জুলাই ২০২৩ তারিখে দেবাশীষের ব্যাংক একাউন্ট অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, মেহেরপুর শাখার চলতি হিসাব নম্বর ০২০০০২০৮২৮২৪৮- এ জমা দিলে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ১লা আগস্ট ২০২৩ তারিখে তাকে জানায় যে, উক্ত হিসাব নম্বরটি দুই বছর আগেই (২০২১ সালের ৪ এপ্রিল) তারিখে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। অথচ শহীদ সরফরাজ হোসেন মৃদুল দেবাশীষ কুমার বাগচীকে যে চেকটি প্রদান করেন সেই চেকের নম্বর উল্লেখ করেই চেক প্রদানের তারিখেই (২৪ জুলাই ২০২৩) চেক হারিয়েছে মর্মে থানায় একটি জিডি করেন এবং উল্লেখিত ব্যাংককে অবগত করেন।

পরবর্তীতে দেবাশীষ কুমার বাগচীকে রূপালী ব্যাংক লিঃ, মেহেরপুর কর্পোরেট শাখা গত ১লা আগস্ট ২০২৩ তারিখে চেক রিটার্ন মেমো বা চেক ডিজনার সার্টিফিকেট দেয়।

অতঃপর বিষয়টি দেবাশীষ কুমার বাগচী শহিদ সরফরাজ হোসেন মৃদুলকে জানানোর পর তিনি দুঃখ প্রকাশ করলেও টাকা পরিশোধের বিষয়ে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। এতে দেবাশীষ কুমার বাগচীর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, শহীদ সরফরাজ হোসেন মৃদুল তাকে ঠকাবার উদ্দেশ্যে উক্ত ব্যাংক হিসাবটি বন্ধ জানা সত্ত্বেও বন্ধ একাউন্টের চেক প্রদান করেন। দেবাশীষ মনে করেন চেক প্রদানের পরপরই থানায় মিথ্যা জিডি করে দেবাশীষের পাওনা টাকা আত্মসাৎ করার পরিকল্পনায় লিপ্ত হয়েছেন । অতঃপর গত ৩০ আগস্ট ২০২৩ দেবাশীষ কুমার বাগচী নেগশিয়েবল ইন্সট্রুমেন্ট এক্ট ১৮৮১ এর ১৩৮ ধারার বিধান মোতাবেক শহীদ সরফরাজ হোসেন মৃদুলকে টাকা পরিশোধ করতে রেজিস্ট্রী ডাকযোগে একটি উকিল নোটিশ প্রেরণ করেন।একই দিনে (৩০ আগস্ট ২০২৩) শহীদ সরফরাজ হোসেন মৃদুল মেহেরপুর অতিরিক্ত জেলা ম্যজিস্ট্রেট আদালতে চেক হারিয়ে যাওয়ার জিডির সুত্র ধরে একটি পিটিশন মামলা দায়ের করেন। যার মামলা নং ৪৯২/২৩, তারিখ ৩০-০৮-২০২৩। আদালত মামলাটি আমলে নিয়ে চেকটি উদ্ধার করতে সার্চ ওয়ারেন্ট ইশ্যু করলে,মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের এস আই মোমিনের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল গতকাল শুক্রবার দুপুরে দেবাশীষ কুমার বাগচীর বাড়ি ও অফিসে তল্লাশি চালায়।

দেবাশীষ কুমার বাগচীর স্ত্রী ও একাধিক সাক্ষির উপস্থিতিতে পুলিশের ঘন্টাব্যাপী সময়ের এই তল্লাশি অভিজানে উল্লেখিত চেকটি পাওয়া যায়নি। তবে তল্লাশি অভিযান পরিচালনা কালে দেবাশীষ কুমার বাগচীর সত্ত্বাধিকারী ব্যবসা প্রতিষ্ঠান মেসার্স মেহেরপুর

ট্রেডিং এর প্যাডে দেবাশীষের নিজ হাতে লিখিত ৩০ জুলাই স্বাক্ষরিত ও সীলমোহর যুক্ত একটি চিরকুট দেবাশীষের বেড রুমের আলমারিতে সাঁটানো অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। যেখানে লেখা আছে, ‘আমার মৃত্যুর জন্য মৃদুল ভাই দায়ী। আমার ১,৮০,০০০০০ (এক কোটি আশি লক্ষ টাকা) দিলো না। আমার চেক অগ্রনী ব্যাংকে আমার একাউন্টে জমা আছে।‘

এই ব্যপারে শহীদ সরফরাজ হোসেন মৃদুলের সাথে ফোনে একাধিকবার যোগাযোগ করার চেষ্টা করেও তাকে পাওয়া যায়নি।

এডভোকেট খ ম ইমতিয়াজ হারুন বিন জুয়েল দেবাশীষ কুমার বাগচীর উকিল নোটিশ প্রদানের সত্যতা মেহেরপুর প্রতিদিনকে নিশ্চিত করেছেন।